গল্পে আঁকা চল্লিশ হাদিস

মাকতাবাতুল আসলাফ

সূচিপত্র

পাখি	১২
কাঁটা	১৪
কোট	১৬
আয়না	১৮
পাজি ছেলেটি	২০
ভূত	২২
জান্নাতের প্রতিবেশী	২৪
জাদুকরী ওষুধ	২৬
থলে	২৮
বিষ	৩০
বেল্ট	৩২
রাগ	৩৪
দৌড়	৩৬
সোনা	৩৮
চোর	৪০
এক মুঠো খাবার	৪২

টাকা ৪৪
মধ্যস্থতাকারী ৪৬
লুকোচুরি ৪৮
ঝগড়াটে ৫০
চেরিগাছ ৫২
বীরপুত্র ৫৪
সেই ছেলেটি ৫৬
বুদ্ধিমান সেই ছেলেটি ৫৮
প্লাস্টিকের থালা ৬০
ফাউন্টেন পেন ৬২
মিথ্যাবাদী ৬৪
বাদামগাছ ৬৬
প্রতিধ্বনি ৬৮
রুটি ৭০
কৃপণ ৭২
জুতা ৭৪
গাড়ি ৭৬
স্মোক ঘোড়া ৭৮
ইট ৮০
মেহমান ৮২
কাঠুরে ৮৪
ফাইল ৮৬
কুকুর ৮৮
হলুদ গরু ৯০
হাদিস ও তথ্যসূত্র ৯২

গল্পের আসর

১

পাখি

একদিনের কথা। এক শিকারি নদীর ধারে জাল পাতল, পাখি শিকারের জাল। সহজে শিকার ধরতে তাতে কিছু ধান-গম রেখে দিলো। তা দেখে অনেক পাখিই লোভ সামলাতে পারল না। শিকারির ফাঁদে পড়লে তারা। শিকারি যখন তার জাল গুটাতে আসল, ঠিক তখন পাখিগুলো জাল নিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। পাখিগুলো জাল নিয়ে একসাথে উড়তে লাগল। পাখিদের এই একতা ও শৃঙ্খলা দেখে শিকারি তো অবাক! সে ভাবল, তাদের পিছু নেবে। আর দেখবে কী ঘটে। রাস্তায় শিকারির সঙ্গে এক লোকের দেখা। সে জিজ্ঞাসা করল,

'কোথায় ছুটছো ভাই? '

'পাখিগুলো ধরতে যাচ্ছি।' আকাশে ওড়া পাখিগুলোকে দেখিয়ে বলল শিকারি।

'আল্লাহ তোমার মাথায় কিছু বুদ্ধি দান করুক! তুমি কি ভাবছো ওই উড়ন্ত পাখিগুলোকে সত্যিই ধরতে পারবে?' লোকটি হাসতে হাসতে বলল।

এখানে যদি একটি পাখি থাকত তাহলে আমি কোনো চেষ্টাই করতাম না। তাই একটু সবুর করুন, দেখুন আমি কীভাবে পাখিগুলোকে ধরি।'

শিকারির কথাই ঠিক। রাত হয়ে এলে পাখিরা যার যার বাসায় যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠল। কেউ জালটাকে বনের দিকে, কেউ বিলের দিকে আর কেউবা চাইল পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে। আবার কেউ কেউ ঝোপঝাড়ের দিকেও টানতে লাগল। কিন্তু জালটাকে তাদের কেউ কোনো দিকেই নিয়ে যেতে পারল না। একপর্যায়ে পাখিগুলো জালসহ মাটিতে পড়ে গেল। আর এ সুযোগে শিকারি সবাইকে ধরে ফেলল।

হায়রে অসহায় পাখির দল! যদি আমাদের প্রিয় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অনুসরণ করত, তাহলে তারা সবাই একদিকেই উড়ত। আর শিকারিও তাদের ধরতে পারত না।

তোমরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ো না। কেননা, দলছাড়া মেষ নেকড়ের শিকারে পরিণত হয়। —নাসায়ি

পাজি ছেলেটি

গ্রীষ্মের একদিনে। নদীর পানিতে রোদের খেলা। ঝিকিমিকি। খুব সুন্দর লাগছিল। এদিকে নদীর তীরেও খেলছিল ছোট ছোট কয়েকজন বালক। তাদের মধ্যে একটা ছেলে। নাম আবদুল গাফফার। ভারি দুষ্ট। তাই সবাই তাকে 'পাজি' বলে ডাকত। কারণ সে পশুপাখিদের বেলায় ছিল খুব নির্দয়। তাদের সাথে সবসময় খারাপ আচরণ করত।

একবারের ঘটনা। একই খেলা আর ভালো লাগছিল না আবদুল গাফফারের। নতুন কিছু খেলতে হবে। যা হবে আরও মজার। আরও আনন্দের। অন্যান্য বালকেরাও নতুন নতুন নানা খেলার কথা বলছিল। কিন্তু তার কাছে মনে হলো সবই বিরক্তিকর, সবই একঘেয়ে। হঠাৎ সে তার কয়েকজন বন্ধুদের একপাশে নিয়ে গেল। যারা তার মতোই দুষ্ট। সবাই মিলে চুপিচুপি পরামর্শ করল। তারপর অন্যদের জানাল, তাদের কাছে নতুন একটি মজার খেলা আছে। সবাই এখন কৌতূহলী। নতুন খেলাটি আসলে কী—

জানার জন্য।

তাদের মধ্যে আরেকজনের নাম আলি। যে শহর ছেড়ে নতুন এসেছে। সাঁতারও জানে না। এদিকে আবদুল গাফফার ও তার দুষ্ট বন্ধুরা তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আলি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্টগুলো তার হাত পা ধরে নদীতে ফেলে দিলো। ভয়ে আলির মুখ দিয়ে আওয়াজ আসছিল না। সে সাঁতার দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যতই চেষ্টা করছিল, ততই ডুবে যাচ্ছিল। এবার বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করল। কিন্তু পাজি আবদুল গাফফার ও তার দুষ্ট বন্ধুরা জোরে জোরে হাসছিল।

আরেকজন ছিল। তার নাম ইসমাইল। সে ছিল খুবই সাহসী। সেই কেবল আবদুল গাফফারের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে। তাই পাজি'র এই অসভ্য শয়তানি দেখে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলি এখন নিরাপদ। ইসমাইল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ডাঙায় নিয়ে এল। অন্যান্য বালকেরাও ইসমাইলকে বাহবা দিলো।

এক ভদ্রলোক সে পথ ধরেই যাচ্ছিলেন। ঘটনাটা বুঝতে পেরে ইসমাইলের কাছে এলেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ছোটভাই ইসমাইল, তুমি তেমনটাই করেছ! যেমনটা আমাদের প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। আমাদের রাসুল বলেছেন—

মুসলিমরা একে অপরের ভাই। একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের উপর জুলুম করতে পারে না এবং মুসলিম ভাইয়ের উপর জুলুম হতেও দিতে পারে না।

— বুখারি